চুয়াডাঙ্গায় সাত প্রতিষ্ঠানকে ৮হাজার ৫শ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বেলা সাড়ে ১২টার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে মুরগি, তরমুজ, ফলমুল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের অপরাধে ০৭ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার বড়বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে অবস্থিত মুরগির বাজারে তদারকিকালে মেসার্স নিউ ব্রয়লার হাউস নামক প্রতিষ্ঠানে মুরগির ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা, অধিক মুনাফায় মুরগি বিক্রয় ও মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: সাইফুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন- ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ১,০০০/- টাকা, মেসার্স হাসান ব্রয়লার কর্নার এর মালিক মোঃ মজনু মিয়াকে একই অপরাধে ও ধারায় ১,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া মুদি দোকান মেসার্স কাউছার স্টোর এর মালিক মো: কাউছার আলীকে দোকানে তেল চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ২,০০০/- টাকা এবং মেসার্স কৃষি বাণিজ্যালয় এর মালিক মো: শহিদুল হককে মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে ৪৫ ধারায় ৫০০/- টাকা, মেসার্স রাজধানী ভান্ডার এর মালিক মো: রবিউল হককে একই অপরাধ ও ধারায় ১,০০০/- টাকা, মেসার্স অর্জুন স্টোরের মালিক শ্রী অর্জুন সাহাকে পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ১,০০০/- টাকা, চৌরাস্তা মোড়ে মেসার্স হামিদ ফল ভান্ডারের মালিক মো: আব্দুল হামিদকে তরমুজের ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করে অধিক মুনাফায় তরমুজ বিক্রয় ও ফলের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ২,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয় এবং সবাইকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে নির্দেশনা দেয়া হয়। অভিযানে ০৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮,৫০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: সহিদুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

বামন্দীতে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

বামন্দীতে রমজানের প্রথম দিনেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি ‘ক্রেতাদের নাগালের বাইরে শাক-সবজি’ শিরোনামে সাপ্তাহিক (শুক্রবারের) হাটের চিত্র তুলে ধরে গত (২৫শে মার্চ) শনিবার সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মতামত সহ বন্ধ থাকা বাজার মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতার বিষয়টি সংবাদে উঠে আসার পর টনক নড়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের। যার ফলে বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট (শুক্রবার ও সোমবার) রমজানের প্রথম দিন গত শুক্রবারের চিত্র তুলে ধরার পর-ই গাংনী উপজেলা প্রশাসন (২৭ই মার্চ) সোমবার বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট পরিদর্শন, বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে জরিমানা আদায় করে।

বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

এসময় বামন্দী বাজারের শাকসবজির হাট, বিভিন্ন মুদিখানার দোকান ও তরমুজ বিক্রেতাদের মালামাল ক্রয়ের ক্যাশ মেমো যাচাই-বাছাই করেন তিনি। এবং বেশ কয়েকটি মুদিখানার দোকানে অভিযান শেষে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম বলেন,

বামন্দী বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের ক্রয়মূল্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তারা ক্রয়মূল্যের চেয়ে কতটা বেশি দামে বিক্রি করছেন সেটা দেখা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সাথে কথা বলে বোঝা গেছে এখন মোটামুটি বাজারের অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে কয়েকটি জায়গায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে এবং সেখানে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে। আমাদের এই অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লারের মাংস

নিম্ন আয়ের মানুষের পুষ্টির চাহিদা মিটত ব্রয়লার মুরগি দিয়ে। দাম বেশি হওয়ায় সেই ব্রয়লারও এখন কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। নিম্ন আয়ের মানুষগুলো ৫শ গ্রাম ৭শ গ্রাম বা যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই কিনছেন কাটা ব্রয়লারের মাংস।

রোজার মাসে গরু-ছাগলের মাংসের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় মুরগির বাজারে ক্রেতা বেশি ২৩০ থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে বাজারে। সোনালীর দাম ৩৬০ টাকা লেয়ার ৩১০ টাকা এবং দেশি মুরগি প্রায় ৭শ টাকা।

মুরগি বিক্রেতা তাহের আলী বলেন, রোজার কারণে বাজারে মাংশের ক্রেতা অনেক বেশি। গরুর মাংস, ছাগলের মাংস এমনকি মাছের দাম বেশি হওয়ার কারণে মুরগির উপর চাপ পড়েছে। অনেকেই মুরগির কাটা মাংস কিনছেন প্রয়োজন অনুযায়ী।

শহরের নতুন পাড়ার সামাদ বলেন, রোজার মাসে তরকারি ভালো না হলে কেউ খেতে চায়না। তাই ৬০০ গ্রাম ব্রয়লারের মাংস কিনলাম। সেহরীর সময় এটা দিয়ে খাওয়া হবে। অন্য মাংসের অনেক দাম। রোজার মাসে অনেক খরচ একটু হিসাব করে এই মাস চালাতে হবে।

বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস সাড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা এবং খাসির মাংস ৯০০ থেকে ৯৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

‘পোল্ট্রি খাতে ৫২ দিনে ৯৩৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ’

পোল্ট্রির দাম বাড়িয়ে গত ৫২ দিনে করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ৯৩৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)।

বিপিএর সভাপতি সুমন হাওলাদার স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার মেট্রিক টন ব্রয়লার মুরগি সরবরাহ করে ১২ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করেছে।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার ব্রয়লার মুরগির খুচরা দাম ছিল ২৭০ টাকা। গত ১ ফেব্রুয়ারি এই মূল্য ছিল ১৭০ টাকা।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার বিপিএ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাংলাদেশে ব্রয়লার মুরগির মোট চাহিদা সাড়ে ৩ হাজার মেট্রিক টন। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি দাম ছিল ২৩০ টাকা। করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি কেজিতে কমপক্ষে ৬০ টাকা মুনাফা করেছে।

সংগঠনটি দাবি করেছে, চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত করেপোরেট কোম্পানিগুলো ৬২৪ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এক দিন বয়সী বাচ্চা বিক্রি করে তারা ৩১২ কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

সংগঠনটি সূত্রে জানা গেছে, কোম্পানিগুলো প্রতিদিন ২০ লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে এবং প্রতিটি বাচ্চার উৎপাদন খরচ ২৮ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে।

এর কারণ হিসেবে সংগঠনটির দাবি- পোল্ট্রি খাতে সরকারি তদারকির অভাব ছিল।

সূত্র: ইত্তেফাক

রমজানের প্রথমদিনই জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার ইফতার বাজার

বছর ঘুরে আবারও শুরু হয়েছে মাহে রমজান। পবিত্র রমজানের প্রথম দিনেই জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার ইফতার বাজার। বেলা যত গড়িয়েছে ততই জমজমাট হয়ে উঠেছে ইফতার বাজার। তাই পাল্টে গেছে চিরচেনা এ কুষ্টিয়া শহরের চিত্রও।

শুক্রবার শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রচলিত ইফতারির পাশাপাশি নানান স্বাদের বাহারি আয়োজন সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বাহারি এসব ইফতারির স্বাদ নিতে দুপুরেই দূর-দূরান্ত থেকে ভোজনবিলাসীরা ছুটে এসেছেন। বাহারী ধরনের ইফতারি কিনতে দেখা গেছে দীর্ঘ জটলা।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ মার্চ) রাতে প্রথম তারাবি ও সেহেরির পর শুক্রবার বিকেলের মূল কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইফতার। আর দিনটি সাপ্তাহিক ছুটি হওয়ায় দুপুরে গড়িয়ে বিকেল হতেই কাঠফাটা রোদ উপেক্ষা করে মানুষ এখন ভিড় করছেন ইফতার সামগ্রী বিক্রির দোকানগুলোতে। রমজানের প্রথমদিনের তাই ধুম পড়ে গেছে ইফতার কেনাকাটার।

শহরের প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লার গলি পথেও ঐতিহ্যবাহী ইফতার সামগ্রী নিয়ে বসে গেছেন মৌসুমি দোকানিরা। শহরের এনএস রোড, বড়বাজার, থানা মোড়, ছয় রাস্তা মোড়, চৌড়হাস মোড়, জেলখানা মোড়, মজমপুর গেট, মঙ্গলবাড়ীয়াসহ বিভিন্ন স্থানে পসরা সাজিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে ইফতার। ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই দোকানগুলোতে রকমারি ইফতার তৈরি হয়েছে এ বছরও।

ঘিয়ে ভাজা ইরানী জিলাপি, রেশমি জিলাপি, স্পেশাল ফিরনি, ক্ষিরসা, ফালুদা, স্পেশাল পরোটা, চিকেন মসলা, রেশমি কাবাব, বটি কাবাব, স্বামী কাবাব, কাচ্চি বিরিয়ানি, চিকেন ফ্রাই, মাঠা-ঘোল ও নানা রকমের জুসসহ জনপ্রিয় ইফতার সামগ্রীগুলো এবারও শুরুতেই মন কাড়ছে কুষ্টিয়ার মানুষের। তবে ফলমূলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ অনেকের। প্রথমদিন ইফতারে স্বাদের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আনতে সাধ ও

সাধ্যমত সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

এদিকে শহরের বিভিন্ন এলাকার হোটেল-রেস্তোরাঁর সমানে বাহারি ইফতারের পসরা সাজানো হয়েছে। সামনে পণ্যের তালিকা সম্বলিত ব্যানারও টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোজাদারদের আকর্ষণ করার জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোর সামনে ডেকোরেশন করা হয়েছে। ইফতার সামগ্রী বিক্রির জন্য। এছাড়া বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ রকমারি ইফতার দিয়ে সাজিয়েছেন ইফতারের প্যাকেজ। তবে মৌবন নির্দিষ্ট পরিমানে ইফতার সামগ্রি কিনলে রোজাদারদের জন্য দিচ্ছেন বিভিন্ন অফার।

শহরের ব্যস্ততম সড়ক এনএস রোডের মৌবনে গিয়ে দেখা যায়, ইফতার সামগ্রী বিক্রির জন্য মৌবন চত্বরে সাজসজ্জা এবং রোজাদারদের আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুনে আবৃত।

শহরের পিটিআই রোড থেকে এসেছেন মৌবনে ইফতারী কিনতে এসেছেন নাজমুল পলাশ। পরিবারের জন্য প্রথম রোজার ইফতারে বাহারি আইটেমের সংযোজন করতেই তিনি এসেছেন এখানে। তিনি বলেন, প্রতি বছর প্রথম রোজায় এখানে আসি। এখানে বাহারী ধরনের ইফতার সামগ্রি পাওয়া যায়। খাসির লেগপিসের জন্য কুষ্টিয়ার মৌবনই সেরা। যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মৌবনের স্পেশাল শরবত ইরানী জিলাপিসহ বেশ কিছু আইটেম কিনেছি। এই ইফতারির স্বাদ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সুযোগ থাকলে প্রতিদিন আসতাম।

ইফতার কিনতে আসা থানাপাড়া এলাকার ক্রেতা ইয়াসিন আলী বলেন, আজকে রহমতের প্রথমদিন। আর এদিনে পরিবার-পরিজন সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ইফতার করবেন। যার জন্য রেশমি জিলাপি, স্পেশাল ফিরনি, গাজর হালুয়াসহ মৌবনের স্পেশাল পরোটা ও কাবাব কিনেছেন।

শহরতলীর মোল্লা তেঘরিয়া এলাকার কিরন মাহমুদ বাজারে ইফতার সামগ্রির দাম গতবারের চেয়ে একটু বেশি হয়েছে। ইফতারীতে ভাজাপোড়ার সাথে ফলমূল না হলে চলে না। অবশ্য সেই ফলমূলের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ।
শহরের মৌবনের ম্যানেজার আশিকুজ্জামান রনি জানান, তারা সব রকমের ইফতারের আইটেমই তুলে এনেছেন। যাতে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারা যায়। যেমন তাদের আছে স্পেশাল ফিরনি, শিক কাবাব, বটি কাবাব, নাড়ারা কাবাব, স্বামী কাবাব, মাটন লেগ রোস্ট, ইরানী জিলাপি, রেশমী জিলাপি স্পেশাল শাহী পরোটা। এছাড়া ছোলা, পিয়াজু,

বেগুনিসহ অন্যান্য নিয়মিত ইফতার আইটেম তো রয়েছেই।

তিনি বলেন, আমাদের কাছে শতাধিকেরও বেশি আইটেম ইফতারি আছে। নির্দিষ্ট পরিমানে ইফতার সামগ্রি কিনলে রোজাদারদের জন্য বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দিচ্ছি। পাশাপাশি আমরা কর্পোরোট হাউসগুলোতেও ইফতারীর অর্ডার নিয়ে থাকি।

শহরের মজমপুর গেট এলাকায় ইফতার নিয়ে বসেছেন মতিয়ার রহমান। তিনি বলেন, গত দুই বছর তো করোনার জন্য ব্যবসাই করতে পারিনি। এবার তেমন বাঁধা নাই। তবে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। আজ মোটামুটি ব্যবসা ভালো হচ্ছে। এই যে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে ইফতারি কিনতে। এখন পর্যন্ত বিক্রি করে কুলাতে পারছি না। সন্ধ্যার আগ মহূর্তে এই ভিড় আরও বাড়বে বলে জানান এই ব্যবসায়ী।

শিশির বেকারীর পরিচালক তানভীর শিশির বলেন, পেঁয়াজু, আলুর চপ, বেগুনি ও জিলাপিসহ বিভিন্ন ইফতার পণ্যের দাম এবার গত বছরের চেয়ে বেশি। প্রায় প্রতিটি পণ্যের মূল্য রমজান শুরু হওয়ার আগে যা ছিল রমজানের প্রথম দিনেই সেই সব পণ্যের মূল্য বেড়েছে। তাই অনেকটা বাধ্য হয়ে বেশি দামেই স্বাদ ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করছেন ক্রেতারা।

বামন্দীতে রমজানের প্রথম দিনেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ও বাণিজ্য খ্যাত একটি বাজার বামন্দী। যেখানে রয়েছে জেলার সর্ব-বৃহৎ পশু হাট। বাজারে শাক-সবজি, মাছ-মাংস, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সামগ্রী থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও মালামাল বিক্রয় করে ব্যাবসায়ীরা। এসব দোকানের পাশাপাশি রয়েছে সুপার মার্কেট, শপিংমল, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস, একাধিক শাখা ব্যাংক ও চিকিৎসাকেন্দ্র, কলকারখানা সহ হাজারের অধিক দোকান-পাট। এ বাজারে শুধুমাত্র চায়ের দোকানের ব্যাবসার উপর নির্ভর করে চলে প্রায় শতাধিক পরিবার।

সপ্তাহে দু’দিন শুক্রবার ও সোমবার সাপ্তাহিক হাট বসে বামন্দীতে। এবারের রমজানের প্রথম দিন (২৪শে মার্চ) শুক্রবার বামন্দী বাজারের সাপ্তাহিক হাট সরেজমিনে ঘুরে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিকভাবে দাম বৃদ্ধি চোখে। যা ক্রেতাদের নাগালের বাইরে। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি থাকলেও উচ্চমূল্যের কারণে হতাশার চিত্র ক্রেতাদের চোখেমুখে। স্বাভাবিকের বাইরে মূল্য থাকায় অনেকেই রমজানের প্রথম দিনে ক্রয় করতে পারেননি শাক-সবজি।

বামন্দী বাজারের সবজি হাটে বেগুন, সজনে ডাটা, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, আলু, পটল, টমেটো, গাজর, শসা, সিম, পুইশাক, লাউ, লেবুর মূল্য প্রায় দ্বিগুন থেকে তিনগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পাইকারির তুলনায় খুচরা বাজারে শাক-সবজির দাম তুলনামূলকভাবে আরো বেশি।

রমজানের প্রথম হাটে বামন্দীতে বেগুন বিক্রি হয়েছে ৮০ টাকা কেজি দরে; যা এক সপ্তাহ আগেও ছিল ৪৫ টাকা কেজি। শসা বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ৭০-৮০ টাকা দরে; যা এক সপ্তাহ আগেও ছিল কেজিপ্রতি ৫০ টাকা। পটল কেজিপ্রতি ৮০ টাকা, সজনে ডাটা ১২০ টাকা, পুইশাক ৪০ টাকা সহ আলু-পেঁয়াজ-রসূনের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ২০-৩০ টাকা করে। লেবু বিক্রি হচ্ছে ১৫ টাকা প্রতিপিচ। এছাড়াও অন্যান্য সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০ টাকা থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

অপরদিকে বেড়েছে মাছ মাংসের দাম। বামন্দী বাজারের মাছের হাটে সবধরনের মাছ কেজিপ্রতি ৩০-৬০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। গরুর মাংস সাড়ে ৭’শ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে যা ছিলো সাড়ে ৬’শ টাকা। ছাগলের মাংস বিক্রি হচ্ছে ৯’শ টাকা কেজি দরে। ব্রয়লার মুরগী কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ১৯৫ টাকা দরে। লেয়ার ও সোনালি মুরগী ২৬০-৩২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

দাম নিয়ে ক্রেতাদের অভিযোগ থাকলেও ব্যবসায়ীরা বলছেন ভিন্ন কথা। বামন্দী বাজারের সবজি ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম বলেন, প্রতিবছরেই রমজানের সময় বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেশি থাকে। এবছরেও কেজিতে ১০-২০ টাকা বেড়েছে; আবার কিছুদিন পরে কমে যাবে।

সবজি ব্যবসায়ী তাহিরুল ইসলাম বলেন, আমি খুলিশাকুন্ডী থেকে বেগুন কিনে এনেছি ৭০ টাকা কেজি দরে; এখন বিক্রি করছি ৮০ টাকা। ১০ টাকা লাভ হচ্ছে।

আরেক সবজি ব্যবসায়ী বাবুল ইসলাম বলেন, আমরা কিনে এনে বিক্রি করি।

মোকামে যে দাম ধরে আমরা তার চেয়ে ২০-৩০ টাকা বেশি দামে বিক্রি করি। আমাদের হাতে কিছু নেই সবকিছু মোকাম থেকে নির্ধারন করা হয়।

তবে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ক্রেতাদের মধ্যে। সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন নামের এক ক্রেতা বলেন, রমজানের অজুহাতে প্রতিবছর ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা এতে কোন নজরদারি রাখেনা।

আরেক ক্রেতা রাশিদুল আলম বলেন, বামন্দীতে বাজার মনিটরিং করা হয়না কোনদিন। নিয়মিত যদি দায়িত্বশীলরা একটু দেখভাল করতো তবে এতটা অস্বাভাবিক হতো না বাজার দর।

বাজার মনিটরিং বিষয়ে জানতে বামন্দী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বাবুর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, গাংনী বাজারে গতকাল আমারা মনিটরিং করেছি তবে পর্যায়ক্রমে সব জায়গায় দেখভাল করা হবে। আমাদের মোবাইল কোর্টের অভিযান রমজান মাসব্যাপী পরিচালনা করা হবে।

তবে বাজার মনিটরিং বিষয়ে বাজার কমিটির দায়িত্ব কতটুকু রয়েছে কিংবা উপজেলা প্রশাসনের কোন নির্দেশনা আছে কিনা? এবিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আরো বলেন, আমি সবেমাত্র যোগদান করেছি; এখনো সবার সাথে বসা সম্ভব হয়নি। তবে খুব দ্রুত সবার সাথে বসে বিষয়টি নিয়ে সীধান্ত নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় গাড়ল পালনে স্বাবলম্বী শান্তিরুল ইসলাম

ভেড়ার চেয়ে আকারে বড় ও মাংসের পরিমাণ বেশি। তবে দেখতে ভেড়ার মতই। স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছেন ‘গাড়ল’ সারা দেশে ব্যাপকভাবে গাড়ল পালন ছড়িয়ে পড়ছে। ভেড়া পালনের জায়গা এখন গাড়লের দখলে। গাড়ল পালনে খরচ কম, লাভ বেশি হওয়ায় এবং এর চাহিদা বৃদ্ধির পাওয়ায় চুয়াডাঙ্গায়

আগ্রহ বেড়েছে খামারীদের। গাড়ল দেখতে সাধারণত ভেড়ার মতোই লাগে কিন্তু ভেড়া নয়, আকারেও ভেড়ার চেয়ে কিছুটা বড়।

এরা লোনা পানি এলাকায় সহজে মানিয়ে নিতে পারে। এগুলো আসলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নাগপুর অঞ্চলের ছোটনাগপুরি জাতের ভেড়ার সঙ্গে আমাদের দেশি ভেড়ার ক্রস ব্রিড। এই ক্রস ব্রিডের নামকরণ করা হয় ‘গাড়ল’ (গাড়ল এবং ভেড়ার সমন্বয়ে জন্ম নেওয়াকে ক্রস ব্রিড বলা হয়েছে)। এরা সাধারণত ৭-৮ মাস পর পর একটি করে বাচ্চা দিয়ে থাকে।

আর এই গাড়ল পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চারুলিয়া গ্রামের মৃত নুর ইসলামের ছেলে শান্তিরুল ইসলাম। তিনি গত ২০০১ সালে কলকাতা থেকে ১০টি গাড়লের বাচ্ছা এনে খামার শুরু করেছিলো। দুই বছরের মাথায় লাভের মুখ দেখতে শুরু করেন তিনি। এখন তাঁর খামারে গাড়ল আছে ২৭৫টি। বর্তমানে মাঠে ছেড়ে দিয়েই খাদ্যের চাহিদা পুরন হয়। বাড়তি কোন খাদ্যোর প্রয়োজন হয় না। বছরে দুই বার ১ থেকে ২টি করে বাচ্ছা দিয়ে থাকে গাড়ল। মাচার উপর গাড়ল থাকতে পছন্দ করে। এতে করে স্যাতস্যাতে পরিবেশ পছন্দ করে না। মাচার উপর থাকায় গাড়লের বৃষ্ঠা নীচে পড়ে যায়। নিচে পড়া বৃষ্ঠা জৈব সার হিসাবে বিক্রি করা যায়।

ভেড়ার একটি উন্নত প্রজাতি গাড়ল। এগুলো দেখতে প্রায় ভেড়ার মতো। দেশি ভেড়ার চেয়ে এটি আকারে বড়, মাংসও বেশি হয়। গাড়লের লেজ লম্বা হয়। মাংসের চাহিদা মেটাতে দেশেই এখন চুয়াডাঙ্গা জেলায় বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠেছে গাড়লের খামার। গাড়লের খামারে কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকের। অনেকে সফলতাও পেয়েছে আবার গাড়ল পালন করে, ভাগ্য বদল করে স্বাবলম্বী হয়েছেন যেমন দামুড়হুদার চারুলিয়ার শান্তিরুল ইসলাম।

গাড়ল পালনকারী শান্তিরুল ইসলাম জানান, ২০০১ সালে কলকাতা থেকে মাত্র ১০টি গাড়লের বাচ্চা কিনে পালন শুরু করি। এর পর থেকে আর পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এক সময় সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। এখন বার্ষিক ১০ থেকে ১২লাখ টাকা আয় হচ্ছে। তিন জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে কোনো প্রকার সহযোগিতা পায়নি, তবে সরকারি সহযোগীতা ও সহজ শর্তে ঋন পেলে আরো বড় করে গড়ে তুলবো খামার, আমার এক হাজার পিচ গড়লের খামার তৈরি করার ইচ্ছা। সরকারি কোনো সাহায্য পেলে গড়ে উঠবে আরও অনেক গাড়লের খামার এবং মাংসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থনীতিতে ব্যাপক

অবদান রাখবে বলেও মনে করেন খামারী শান্তিরুল ইসলাম।

শান্তিরুল ইসলাম আরও জানান, গাড়লের মাংস গন্ধ মুক্ত সুস্বাদু। পুষ্টি গুনেও ভাল। দেশের দক্ষিনবঙ্গে এ মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতি কেজি মাংস ১হাজার থেকে ১১শ টাকা দরে বিক্রি হয়। আমি তিন রকম গাড়ল প্রজাতির ভেড়া পালন করছি। তুলনামূলক গৃহপালিত অন্য প্রাণির চেয়ে গাড়লের রোগ বালাই কম হয় এবং দ্রুত মাংস বৃদ্ধি হয়। গাড়লের মাংসে চর্বি কম থাকে।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাসলিমা আক্তার বলেন, দামুড়হুদা উপজেলায় বেশ কয়েকটি গাড়ল খামার গড়ে উঠেছে। অনেকেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে এই গাড়ল পালনে আগ্রহী হচ্ছে। গাড়ল পালনে তেমন বাড়তি খরচ হয় না। গাড়ল তৃন ভুজি প্রাণী। সবুজ ঘাস খেতে পছন্দ করে। চরন ভুমি থাকলে গাড়লের জন্য বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয় না। তেমন রোগবালাই হয় না।

রমজান মাস উপলক্ষে বাজার মনিটরিংয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বাজার মনিটরিং করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার ও চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার সংলগ্ন স্থানীয় কাঁচামালের বাজার মনিটরিং করেন তিনি।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান পুরো বাজার ঘুরে দেখেন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

এ সময় তিনি ব্যবসায়িদের প্রতি আহ্বান করে বলেন পবিত্র মাহে রমজান মাসে সকল পণ্যদ্রব্যে সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে হবে। পবিত্র রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য বড়বাজার এবং নিউ মার্কেট এলাকায় বাজারের সকল ব্যবসায়িদের আহবান

জানান। এসময় তিনি দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এবং রমজান মাসে কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে মাছ, মাংস (মুরগী, গরু, খাসি) ভোজ্য তেল, চিনি, খেজুর, চাউল, সকল প্রকার সবজি, মসলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় গরুর মাংস ৭০০ টাকা ছাগলের মাংস ৯০০ টাকা (ছাগী ৮০০ টাকা) সকল প্রকার মুরগীর ক্রয়মুল্য থেকে কেজি প্রতি ১০ টাকা মুনাফায় বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

বাজার মনিটরিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা আইসিটি) মোঃ কবীর হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর এবং জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ, জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও জনদুর্ভোগের অভিযোগে জরিমানা, ফার্মেসী সিলগালা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপির বিভিন্নস্থানে অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন। এ অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ রাখার দায়ে ও পাকারাস্তার পাশে বালু রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে জরিমানা আদায় করা সহ একটি ঔষধ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে সীলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলামের নের্তৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গড়াইটুপি ও খাড়াগোদা বাজারে।

এ অভিযানে ইউনিয়নের খাড়াগোদা বাজারের মেসার্স জাহানারা মেডিকেল হল নামের এক ঔষধ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ রাখার দায়ে ফার্মেসী মালিক আনোয়ার হোসেনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা সহ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ১৪ দিনের জন্য সিলগালা করে দেন। এরপর খাড়াগোদা বাজারের সন্নিকটে একটি “স” মিলের লাইসেন্স ও মালিক না থাকার কারনে স্যালোমেশিন জব্দ করা হয়েছে। সেই সাথে ওই “স” মিলের রাস্তার পাশে থাকা কাঠ না রাখার বিষয়ে সতর্ক করেন।

একই অভিযানিক মোবাইল কোর্ট ইউনিয়নের গড়াইটুপি বাজারে পাকারাস্তার পাশে বালু রেখে বিক্রি করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অপরাধে ভুষিমাল ও বালু ব্যাবসায়ী হাসান আলীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও ১ সপ্তাহের মধ্যে বালু অন্যত্রে সরানোর নির্দেশ দেন।

এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন এবং ভ্রাম্যমান আদালতে রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ।

কার্পাসডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

মঙ্গলবার সন্ধার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি)) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্র্যাট সজল কুমার দাসের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা বাজারের মুদি ব্যবসায়ী আজিবার রহমান মুল্যে তালিকা না থাকায় ভোক্তা সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ১১ধারা মোতাবেক ১হাজার টাকা ও অপরিচ্ছন্ন ভাবে ভাজা বিক্রি করার অপরাধে ভোক্তা সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ১৫ ধারা মোতাবেক আবুল বাসার ও সমাজ আলী ওভয়কে ৩শ করে ৬শ টাকা জরিমানা করেন। আইন শৃংখলা রক্ষার দ্বায়িত্বে ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।